দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম ... 7 ....

গোবিন্দগঞ্জে ছাত্রী উপবৃত্তির আট লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

শামীম রেজা, *গাইবান্ধা থেকে*

জেলায় ছাত্রী উপবৃত্তি ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচীতে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, জেলার ৭টি থানায় মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প অফিসের প্রকল্প কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ব্যাংক ম্যানেজারের যোগসাজশে ভুয়া ছাত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত করে কয়েক লাখ টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষা কর্মসূচীর সরকারী উদ্দেশ্য বিফল হতে বসেছে। গোবিন্দগঞ্জ থানায় মোট ১শ' ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৯টি বিদ্যালয় ও ৪৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৮ হাজার ৫শ' ২৮ জন। শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রী সংখ্যা হলো-ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪ হাজার ৯শ' ৩৬ জন, ৭ম শ্রেণীতে ৪ হাজার ৩শ' ৮৯ জন, ৮ম শ্রেণীতে ৩ হাজার ৭শ' ২৭ জন, ৯ম শ্রেণীতে ৩ হাজার ৩শ' ১২ জন ও ১০ম শ্রেণীতে ২ হাজার ১শ' ৬৪ জন।

অভিযোগ রয়েছে, উপবৃত্তি প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানগণ ভুয়া ছাত্রী তালিকা জমা দিয়ে ঐ সব ভুয়া ছাত্রীর নামে স্থানীয় জনতা ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খুলেছেন। উক্ত ভুয়া ছাত্রীদের নামের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করে প্রধান শিক্ষক, প্রকল্প কর্মকর্তা ও ব্যাংক ম্যানেজারের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, অত্র থানার ১শ' ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি প্রতি শ্রেণীতে ৪ জন করে ভুয়া ছাত্রী থাকে তাহলে বছরে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে। গত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে এই থানায় প্রায় ৮ লাখ টাকা আত্মসাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ছাত্রীদের বই কেনার টাকা ও টিউশন ফী'র অধিকাংশ টাকাও আত্মসাত করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্রী বার্ষিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষায় প্রতিবিষয়ে গড়ে শতকরা ৪৫ নম্বর পাবে, ক্লাসে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি থাকবে এবং অবিবাহিত-তারাই এই উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু এ সবের কোন নিয়ম-কানুন নেই। খাতা-কলম আর নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমেই নিয়ম-কানুন বৈধ করা হয়। এ ব্যাপারে প্রকল্প কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-ভুয়া ছাত্রী থাকতে পারে। হাজার হাজার ছাত্রীর মধ্যে ভুয়া ছাত্রী শনাক্ত করা অসম্ভব। ব্যাংক ম্যানেজারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি গোপনীয় বিধায় তথ্য-প্রদানে অস্বীকৃতি জানান।

অপরদিকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল প্রদানেও ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। থানার সুন্দইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ২শ' ৭৫ কেজি, মথুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজার ৩শ' ৩০ কেজি, উত্তরপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২ হাজার ৯শ' ৩৫ কেজি, দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২ হাজার ১শ' ৯০ কেজি, ফুলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১ হাজার ৫শ' ৩০ কেজি, ছোট নারিচাগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২ হাজার ২শ' ৫০ কেজি, বেড়া মালঞ্চা বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার ২শ' ২৫ কেজি, সর্বমোট ৭টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ হাজার ৭শ' ৩৫ কেজি গম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতিগণ উত্তোলনের পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রদান না করে বিক্রি করে টাকা আত্মসাত করেছেন।

এ ব্যাপারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলে তিনি তদন্তপূর্বক দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেন। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সভাপতিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলেও পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।